HC - 3026

কাব্যজিজ্ঞাসা

৬ জুন ২০২১

ভারতীয় অলংকার শাস্ত্র মতে 'রস' কী তা আলোচনা করো।

'রস' কীভাবে নিষ্পত্তি হয় তা আলোচনা করো

'রস' নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অতুল সুপ্ত মহাশয় রবীন্দ্রনাথের 'কঙ্কাল' নামক একটি গল্পের উল্লেখ করেছেন। গল্পে বর্ণিত কঙ্কালটি ছিল একটি অতীব সুন্দরী যুবতীর। কঙ্কাল দিয়ে যেমন সেই সুন্দরীর রূপ অনুভব করা দুঃসাধ্য, ঠিক তেমনি রসের তত্ত্বকথা দিয়ে রসের অনুভূতি ঘটে না। অর্থাৎ কাব্যের রসবিচার, মানুষকে কাব্যরসের আস্বাদ দেয় না। কাব্যরসের আস্বাদ পঠনকারীর মন দিয়ে অনুভূতির জিনিস।

আলংকারিকদের ভাষায়, রস হচ্ছে সহৃদয় হৃদয়-সংবাদী। কাব্যরস আস্বাদনকারী সহৃদয় লোকের মনের বাইরে রসের আর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। রসের প্রতীতি বা অনুভূতি হচ্ছে রস। এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা উচিত —

> কাব্য অনুশীলনের অভ্যাসে যাদের দর্পণের মতো নির্মল মন কাব্যের বর্ণনীয় বস্তুর যেন তন্ময়তা (একাত্মতা) প্রাপ্ত হয়। এমন পঠনকারী লোকের সুকাব্য জনিত চিত্তের অনুভূতি বিশেষের নাম রস।

কাব্যরসের আশ্রয় (পাত্র) কাব্য নয়, কবি নয় — কাব্যরসের আধার সহৃদয় কাব্য পাঠকের মন।

Scanned with OKEN Scanner

তো দেখা গেল রস এক রকমের মানসিক অবস্থা। সুতরাং প্রশ্ন জাগে মনে কী করে এ অবস্থার উদয় হয়।

এ কথার উত্তরে একটি যুক্তি দেখানো হয়। মানুষের জ্ঞানের উৎপত্তি বিশ্লেষণ করে দার্শনিক কান্ট দেখিয়েছেন তাতে দুরকম উপাদান রয়েছে — মানসিক ও বাহ্যিক এই দুই উপাদান। তিনি বলেন — বাহ্যের উপাদান (জগৎ) ইন্দ্রিয়ের পথে (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক) মনে প্রবেশ করে, কিন্তু তা জ্ঞান নয়। জ্ঞানের তখনই উদয় হয়, যখন মনের কতগুলি তত্ত্ব ঐ বাহ্যিক উপাদানের উপর ক্রিয়া করে, তাকে বিশেষ পরিণতি দান করে। যেমন — রোদের তাপ মাখা সরষে হয়। এই জ্ঞানের বাহ্যের উপাদান রোদ এবং তাপের তারতম্য মাখা ও পদার্থের সরষে মাখা। ইন্দ্রিয়ের পথ দিয়ে মনে আসে। রোদ ও সরষে মাখার কার্য-কারণ সম্বন্ধ মনের নিজের দান।

এক কথায় বাহ্যিক উপাদান ও মানসিক তত্ত্ব এই দুয়ের সংযোগ হলে তবে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

দেখা যায় রসের বিশ্লেষণে আলংকারিকেরাও দুটি উপাদান পেয়েছেন। মানসিক ও বাহ্যিক উপাদান।

রসের মানসিক উপাদান হল মনের ভাব। চিত্তবৃত্তি বা ইমোশন। আর রসের বাহ্যিক উপাদান জ্ঞানের বাহ্যিক উপাদানের মত নয়। অর্থাৎ বাহ্যের লৌকিক জগৎ থেকে আসে না। আসে কবি সাহিত্যিকের সৃষ্টি করা কাব্য ও সাহিত্য থেকে। যেমন — সাহিত্যে বাহ্যের জগতের যে ঘটনা ফুলে ছড়া হয়, সেখান থেকে আসে। যেমন — শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের কেষ্টপুর, গ্রাম, মেয়ে, আমিনা, গরু এসব বাহ্যের উপাদান।

Scanned with OKEN Scanner

আলংকারিকেরা বলেন, কাব্য জগতের তথা সাহিত্যের সঙ্গে অর্থাৎ এই কাব্যিক উপাদানের ক্রিয়ায় মানব ভাব রসে পরিণত হয়। তাঁদের মতে রস কোনোটি লৌকিক বস্তু নয়। তবে মানব যে-সব ভাব রসে রূপান্তরিত হয়, তারা অবশ্য লৌকিক। মানব ভাব সমূহ হচ্ছে রতি, শোক, উৎসাহ, হাস্য, ক্রোধ ইত্যাদি। লৌকিক ঘটনার জগতে তাদের অস্তিত্ব। লৌকিক জগতের সঙ্গে তাদের কারবার। এই ভাব বা হিমোশনগুলি রস নয়। মানুষের মনে যে-কারণে এই ভাব সমূহ জাগে সেটা কাব্য নয়। যেমন — শোক একটি একটি মানসিক ভাব বা হিমোশন। লৌকিক কারণে জগতে কাব্যিক কারণে মনে শোক জাগে। আমরা শোকে কাতর হই। শোকে কাতর একজন লোকের মনের ভাব তার কাছে রস নয়। এবং সেই শোকের কারণটি কাব্য নয়। যেমন — কোনো আত্মীয়, পরিজন, প্রিয়জনের মৃত্যুতে আমাদের মনে যে শোক জাগে তা রস নয়। এবং শোকের কারণ এই মৃত্যুও আমাদের কাছে কাব্য নয়। কেবল কবি যখন তাঁর প্রতিভার মায়াজালে এই লৌকিক শোক ও তার লৌকিক কারণের এক অলৌকিক চিত্র তাঁর কাব্যে ফুটিয়ে তোলেন, তখনই পাঠকের মনে যে রসের উদয় হয় তার নাম করুণ রস। কাব্যে বর্ণিত করুণ রস শোকের হিমোশন নয়। শোক হচ্ছে দুঃখদায়ক। কিন্তু কবির কাব্যে বর্ণিত শোক পাঠকের মনে যে করুণ রসের সঞ্চার করে তা তাদের জন্য আনন্দময় মনকে অপূর্ব আনন্দে পূর্ণ করে।

Scanned with OKEN Scanner

করুণ প্রভৃতি রসে মনে যে অপূর্ব সুখ জন্মে তা, একমাত্র প্রসন্ন হৃদয়বান লোকের (পাঠকের) নিজের চিত্তের অনুভূতি। তবে করুণ রস দুঃখের কারণ হত বলেন প্রভৃতি করুণ রসের কাব্যের দিকে কেউ যেত না। সমালোচকের ভাষায় —

our sweetest songs are those that tell of saddest thought। যে-ঘটনা (কবিতার) মনে সোজাসুজি sad thought জাগে, তা sweet নয়, এবং song-ও নয়। যেমন - কোনো প্রিয়জনের মৃত্যু। তা আমাদের কাছে sweet নয়। কেবল কবি তাঁর কাব্যে যখন saddest thought-এর কথা বলেন তখন তা sweetest song হয়।

৪

ভাব ও রসের দুটি জগৎ হল — বস্তুজগৎ (লৌকিক জগৎ, কবিতার জগৎ) এবং কাব্য-জগৎ। এই পার্থক্য সুস্পষ্ট করার জন্য আনন্দবর্ধন বলেন রস ও কাব্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ।

কবিতার জগতের (বস্তু-জগৎ) - শোক, হর্ষ, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি নানা লৌকিক কারণ মানুষের মনে শোক, হর্ষ, ক্রোধ ইত্যাদি লৌকিক ভাবের জন্ম দেয়। এই সব লৌকিক ভাব (শোক, হর্ষ, ক্রোধ, ভয়) এবং তাদের লৌকিক কারণ কাব্যের জগতে যখন বর্ণিত হয়, তখন তা অলৌকিক রূপ লাভ করে। এবং পাঠকের মনে লৌকিক ভাবের যে বাসনা

আনন্দ, তাই এক অলৌকিক বস্তু 'রস'-এ পরিণত করে। রসের মানসিক বিশ্লেষণ যে ভয় তা দুঃখময় হলেও তার পরিণাম যে রস তা নিত্য আনন্দের হেতু।

এখন প্রশ্ন হল কবি যে কাব্যের অলৌকিক মায়াজগৎ সৃষ্টি করেন, তার কৌশলটা কী? কবির কাব্য নির্মাণ কলার পদ্ধতিটা কী? কীভাবে কবি তাঁর কাব্যে এই মায়াজগৎ সৃষ্টি করেন? প্রত্যেক কবির কাব্যের নির্মাণ কৌশল, অন্য সকল কাব্য থেকে অলক্ষ-ভিন্ন, আলাদা, স্বতন্ত্র। কারণ প্রত্যেক কবির কাব্য একটি বিশেষ সৃষ্টি অর্থাৎ আলাদা রসের। কারণ, ইতি ভিন্ন নয় যে এক রসের হবে সব দেখতে। আলংকারিকেরা বলেন, কাব্য নির্মাণ কৌশলের তিন ভাগ — বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীভাব।

বিভাব কী? লৌকিক জগতে যা রতি, শোক, ক্রোধ, হাস ইত্যাদি ভাবের উদ্রেকের কারণ ভাবের সৃষ্টি করে কাব্যে, নাটকে তাকে বিভাব বলে। বিভাব হল যা ভাবকে জাগায়। লৌকিক জগতে যে সীতা ও তার রূপ, গুণ রামের মনে রতি, শোক ইত্যাদি ভাবের উদ্রেকের কারণ, এটাই যখন কাব্যে নাটকে পরিবেশিত হয় তাকে বিভাব বলে। বিভাব ভাবকে জাগায়। ভাবের কারণ হল বিভাব। বিভাবের দ্বারা ভাব জাগ্রত হয়।

আর অনুভাব হল ভাবের বিকার। অর্থাৎ মনে ভাব জাগলে যে-সব স্বাভাবিক বিকার

দেখা যায়, তার যে-ব্যাপার তা কাউকে প্রকাশ পায়, তা অনুভাব। যেমন – সীতার অগ্নিপরীক্ষায় দুঃখে রাম শোকার্ত হয়েছেন। তাঁর শোক প্রকাশ পেয়েছে। তিনি তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ফেলে পড়েছে, তিনি মূর্ছা গেছেন। এখানে এই অশ্রু ও মূর্ছা রামের শোক ভাবের চিহ্ন। এটাই অনুভাব। তাঁর সীতার দুঃখ, যার কারণে রামের শোক তা হল বিভাব। বিভাব হল ভাবের কারণ। অনুভাব হল ভাবের চিহ্ন।

এই ভাবকে রসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে, অভিনব গুপ্ত বলেছেন, রস হচ্ছে আনন্দময় সম্বিতের (consciousness) আস্বাদ-রূপ একটি ব্যাপার। মনের মধ্যে পূর্বস্থিত (স্থায়ী) রতি, শোক, ক্রোধ ইত্যাদি ভাবের বাসনা দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়ে সম্বিৎ (consciousness) আনন্দময় রূপ লাভ করে। লৌকিক (জাগতিক) ভাবের কারণ ও কার্য কবির প্রথিত (বর্ণিত) রূপে সমর্পিত হয়ে সকল হৃদয়ে সম্বাদী যে মনোরম বিভাব ও অনুভাব রূপ লাভ করে, সেই বিভাব ও অনুভাবই কাব্য-পাঠের অন্তরে নিবিড় ভাবগুলিকে জাগায়।

অভিনব গুপ্ত বিভাব ও অনুভাবকে বলেছেন সকল হৃদয়ে সম্বাদী। তবে লৌকিক ভাব ও তা থেকে জাত রস ব্যক্তির হৃদয়ে জাগরূক তা সামাজিক নয়। মনে রাখতে হবে – প্রেমিকের মনে যে প্রেমের জন্ম তা রস নয়। কারণ তা প্রেমিকের একার, নিজের

Scanned with OKEN Scanner

হৃদয়ে আকর্ষণ। তা সামাজিক সকল লোকের নয়। তা লৌকিক। তা প্রেমের রসের ভাসায় না। কিন্তু কবি যখন তাঁর প্রতিভার মায়ায় এই পরিমিত (সীমিত) এক ব্যক্তির প্রেম ভাবকে সকল সহৃদয় হৃদয় সংবাদী করে প্রকাশ করেন, তখন তা প্রেমরসের রূপ লাভ করে। কাব্যের চিন্তায় ও অনুভাবের মধ্যে এমন একটি ব্যাপার আছে — যাতে কাব্যে বর্ণিত বা চিত্রিত চরিত্র বা ভাব এবং পাঠকের মধ্যে একটি সাধারণ সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়। যার ফলে —

পরস্য ন পরস্যেতি
মমেতি ন মমেতি চ।
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ
পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে।

[সাহিত্যদর্পণ]

অর্থাৎ — কাব্য-পাঠকের মনে হয়, কাব্যের চরিত্র ও ভাব পরের, কিন্তু সম্পূর্ণ পরের নয়, আমার নিজের, কিন্তু সম্পূর্ণ নিজেরও নয়। এমনি করে কাব্যের আস্বাদ কোনো ব্যক্তিত্বের (ব্যক্তির) পরিচ্ছেদে (কোথাকে?) বিদ্যমান থাকে না।

কাব্যের সৃষ্টি (জগৎ) যে-সকল হৃদয়ে সম্বন্ধী তার অর্থ এ নয় যে, তা বিজ্ঞানের জ্ঞানের মতো Abstract জিনিস। যেমন — ৫ × ৪ = ২০, বা সাদের পাতায় ক্লোরোফিল থাকে। এরকম সার্বজনীন জ্ঞান তা নয়। আমার এও কিন্তু যে কবি তাঁর কাব্যে, সাহিত্যে যে ভাব বা চরিত্র আঁকেন, তা বর্ণরূপহীন নয়। যেমন — পদার্থবিদ্যার, মনস্তাত্ত্বিকের বেহুলা ইত্যাদি।

Scanned with OKEN Scanner

তাঁর সমস্ত concrete ভাব বা চরিত্র। তাই, মধ্যে বিশ্বের বিশ্বের সমুদয় ধন নিজেকে প্রতিফলিত দেখে। কারণের শীতাত, দুঃখ, তাই, সেই একাত্ম বোধ করে। অর্থাৎ কাব্যের সৃষ্টি concrete universal-এর সৃষ্টি। এটি চিরন্তন।

এই জন্যই কবি যখন কাব্যের ভাবকে রসের মূর্তিতে রূপান্তর করেন তখন তিনি ভাবের লৌকিক স্তরের পরিমিতিকে ছাড়িয়ে যান। লৌকিক ভাবের সঙ্গের মধ্যে আবদ্ধ ও আচ্ছন্ন থাকলে কাব্যরসের আস্বাদ হয় না বা কাব্যরসের সৃষ্টিও হয় না।

৮ অভিনবগুপ্তকে বলা হয়েছে রসই হচ্ছে কাব্যের আত্মা। অভিনব গুপ্ত লিখেছেন — ক্রৌঞ্চ-(বক) বিয়োগজনিত যে শোক তা বাল্মীকি মুনির নিজের শোক নয়। নিজের শোক হলে তিনি দুঃখিত হয়ে থাকতেন, করুণ রসের শ্লোক রচনার অবকাশ পেতেন না। সহচরী-বিয়োগ কাতর ক্রৌঞ্চের শোক মুনির মনে লৌকিক শোক থেকে ভিন্ন নিজের চিত্তবৃত্তির আস্বাদন স্বরূপ করুণরসের রূপ প্রাপ্ত হয়েছে।

কাব্যতত্ত্বের ব্যাখ্যায় ইংরেজ কবি Wordsworth বলেছেন — Poetry takes its origin from emotion recollected in tranquility।

আলং কারিকেরা চিত্ত ও অনুভাব ছাড়া সঞ্চারী নামে আরেকটি ভাবের কথা বলেছেন। মানুষের মনের ভাব বা ইমোশন অনন্ত। ইমোশন মূলত feeling বা সুখদুঃখানুভূতি

নয়। আধুনিক মনোবিদদের ভাষায় ইনসান হচ্ছে একটি complete psychosis, অর্থাৎ সর্বাঙ্গীণ মানসিক অবস্থা। আলং কারিকেরা কাব্যের সুবিধার জন্য অসংখ্য সঞ্চারী ভাবের মধ্যে কয়েক প্রকারের ভাবকে সাদৃশ্যবশত কয়েকটি সঞ্চারী নামে নামাঙ্কিত করে পৃথক করে নিয়েছেন। আলং কারিকেরা এই ৩৳ম নয়টি স্থায়ী ভাব স্বীকার করেছেন। তাদের হল — রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময়, ও শম। এই নয়টি ভাবকে তাঁরা বলেছেন স্থায়ী ভাব।

৯ কাব্যের কতু চিত্তবৃত্তির মধ্যে যে ভাব মনে কতুল রূপে প্রতীয়মান হয়, সেইটি স্থায়ী ভাব। আলং কারিকদের মতে এই নয়টি ভাব, কাব্যের বিভাব অনুভাবের সহযোগে যথাক্রমে নয়টি রসে পরিণত হয়। যেমন — রতি — শৃঙ্গার, হাস — হাস্য; শোক — করুণ, ক্রোধ — রৌদ্র, উৎসাহ — বীর, ভয় — ভয়ানক, জুগুপ্সা — বীভৎস, বিস্ময় — অদ্ভুত, শম — শান্ত রস। বীভৎস রস হল সেখানে নরকের বর্ণনা থাকে।

এই নয়টি ভাব ছাড়াও মানুষের মনে কতু ভাব আছে, তার মধ্যে অনেক ভাব কাব্যের বিভাব ও অনুভাবে আস্বাদিত হয়ে থাকে। আলং কারিকেরা নির্বেদ (বেদনাহীন), লজ্জা, হর্ষ, অসূয়া (ঈর্ষা) বিষাদ ইত্যাদি তেত্রিশটি ভাবের নাম করেছেন। এবং এরূপ আরও অনেক ভাব যে আছে তা স্বীকার করেছেন।

Scanned with OKEN Scanner

এইসব ভাবকে আনন্দবর্ধন অতিরেকী ভাবের ন্যায় ব্যভিচারী ভাব। এইসব ভাব মনে স্বতন্ত্র থাকে না। কোনো-না কোনো স্থায়ী ভাবের সম্পর্কে মনে সঞ্চারিত হয়। এবং স্থায়ী ভাবের অভিমুখে মনকে চালিত করে। এ জন্য এদের নাম সঞ্চারী বা ব্যভিচারী। কাব্যে সঞ্চারীভাবের নিজস্ব স্বতন্ত্র রসমূর্তি নেই। তাদের আস্বাদমানতা স্থায়ী ভাবের পরিণতি নয়টি রসকে নানা রূপে পরিপুষ্টি দান করে। কাব্যের নয়টি রসের রসত্ব এদের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে।

১০

স্থায়ী ভাবের পরিণতিই হল রস। তাদের মূলে সঞ্চারী। এখন প্রশ্ন হল রসের আস্বাদ, স্থায়ী ও সঞ্চারী এই প্রভেদ আছে নাকি? কাব্যে স্থায়ী ও সঞ্চারী এই ভেদ আপেক্ষিক। একটি কাব্যে যখন নানা রস থাকে, তখন দেখা যায় তার মধ্যে একটি রস প্রধান। এবং স্থায়ী ভাবের পরিণতি জন্য রস তার পরিপোষক। একটি কাব্যে নানা রস একত্র থাকলেও দেখা যায় কবিরা কাব্যের উৎকর্ষের জন্য তার মধ্যে একটি রসকে প্রধান করেন। যেমন- রামায়ণ করুণ রসের, মহাভারতে শান্ত রস এবং ভোজপ্রবন্ধে শৃঙ্গার রসের এবং শান্তরস প্রাধান্য আছে।

সাহিত্যদর্পণ রচয়িতা বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে- চিত্তের রতি প্রভৃতি (অবস্থান) স্থায়ী ভাব কাব্যের বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী সংযোগে রূপান্তরিত হয়ে রসে পরিণত হয়।

□ □

'রস'- অধ্যায়ের ৫ নং অনুচ্ছেদের মহাভারতের দৃষ্টান্ত পাঠ নিতে হবে।

Scanned with OKEN Scanner